pub. opinion

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 OCT 1996
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

016

শিক্ষাঙ্গন

উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা লাগামহীন ঘোড়া

উদ্দেশ্য হল জীবনে সাফল্যের অপরিহার্য ও মৌলিক শর্ত। বাক্যটিকে আমরা গুরুত্ব দেইনি। যার ফলে শিক্ষা শেষে যোগ-বিয়োগ করে শুন্য ছাড়া আর কিছু পেয়েছি বলে মনে হয় না। লাগামহীন ঘোড়া যেমন স্বীয় গন্তব্যস্থল হারিয়ে হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করে, তদ্রূপ আমরাও গন্তব্যস্থল হারিয়ে শেষ অবধি দিশেহারা হয়ে জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাই। আসলে উদ্দেশ্য ছাড়া জীবনে সফলতার আশা করা অমাবস্যার চাঁদের ন্যায়।

উদ্দেশ্য যে আমাদের মাঝে মোটেও নেই এমনও নয়। কেউ বিদ্যালয়ে াসে মা বাবার নিদের্শ পালনার্থে, কেউ মান-সম্মানের প্রয়োজনে, বংশ র্যাদা রক্ষার্থে আর কেউ লেখাপড়া রছে ডিগ্রী নেয়ার জন্যে। পরীক্ষার ময় আমাদের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে য়।

লে শিক্ষা শেষে জ্ঞানের আলো াতে আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার । ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে মাথা নুইয়ে ফেলি। উন্নয়নমূলক কোন কাজে দ্বিধাবোধ করি। এ সবের মূলে যে একটি সৎ উদ্দেশ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় তা বলার অবকাশ রাখে না। আদি যুগে নকল প্রবণতা ছিল না বললেই চলে। কারণ, তারা শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে জ্ঞানার্জন করাই বুঝেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা শেষে দেশ ও জাতির উন্নতিতে সহায়তা করা। চোখেই পড়ে না এমন পিঁপড়াও খাবার সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে বস্তুত উদ্দেশ্যই সকল কর্মের সফলতার অন্যতম দিক।

আধুনিক বিশ্বের দেশগুলোর এত উন্নতির ছড়াছড়ি কেন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কারণ তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতিই অন্যতম কারণ। তাছাড়া তাদের প্রথমিক শিক্ষার ভার অর্থাৎ পূর্ণ খরচ সরকারই বহন করে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ঃ এদেশ গরীব বিধায় তা সম্ভব হচ্ছে না। যে কারণে অভিভাবকরা অর্থের তাড়নায় পড়ে ছেলেকে নামিয়ে নেয় স্কুল থেকে। যার ফলে একটি ফুল না ফুটতেই ঝরে যায়। বাংলাদেশ সরকারেরও শিক্ষার সব সমস্যার আশু সমাধান দেয়া একান্ত প্রয়োজন। অপর দিকে তাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে একটি অকৃতকার্য ছেলেকে দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়তে শিখায় না। বরং প্রথম বারের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহ জাগিয়ে দেয় তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। কবির ভাষায় "পারিব না একথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার" এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে একটি অকৃতকার্য ছেলেও পুনরায় শিক্ষাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ না করে। ভাল বীজের চারা না হলে ভাল ফলেরও আশা করা যায় না, এ কথা সবাই জানে। শিশুরা এদেশের উন্নতির চারা গাছ। এদেরকে যদি ভালভাবে গড়ে তোলা না যায় তাহলে অচিরেই এদেশ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। তাই এর জন্য প্রথম থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ আগুন ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই নিভিয়ে দিতে হয়। তা না হলে সব ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি তাদেরকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্যে লেখা-পড়ায় আরো উৎসাহী করা যায় তবেই হয়ত সে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে কিছু দিতে পারবে।

এদেশে দশ কোটি মানুষের বসবাস। সেই অনুপাতে শিক্ষিতের হার খুবই নগণ্য। এটা বাংলাদেশের জন্য লজ্জার ব্যাপার। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতির কথা আমরা ভাবতেই পারি না। কারণ, একজন শিক্ষিত লোক তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন। তাই সে আয় করে অশিক্ষিতের চাইতে দ্বিগুণ। অতঃপর শিক্ষার জন্য শুধু ব্যস্ত থাকলে চলবে না বরং কিভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো যায় এবং শিক্ষিতের হারকে বাড়িয়ে কিভাবে দেশের চতুর্দিক উন্নতিতে সহায়তা করা যায় সেই প্রচেষ্টায় থাকতে হবে আমাদের সকলের।

পরিশেষে বলতে পারি, একথা সবাইকে মানতে হবে যে, "উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা লাগামহীন ঘোড়া, মাঝিহীন নৌকার মত।" সুতরাং আমরা যদি শিক্ষাদান পদ্ধতির আরো উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটাতে পারি এবং একটি সৎ ও মৌলিক উদ্দেশ্যকে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থান দিতে পারি তবেই সেই শিক্ষাকে আমরা দেশ ও জাতি গঠনের কাজে লাগাতে পারব। শিক্ষা তখনই হবে, মানব কল্যাণ, বাস্তবমুখী ও উৎপাদনমুখী।

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী
২নং জুবলী রোড, চট্টগ্রাম।